স্বরবর্ণ মোট ১১টি

অ

অজু

অজু করো নামায পড়
আল্লাহ্‌কে খুশি করো

আ

আল্লাহ্‌

আল্লাহ্‌ হলেন সবার বড়
শোকর গুজার তারই করো

ই

হ্রস্ব-ই

ইসলাম

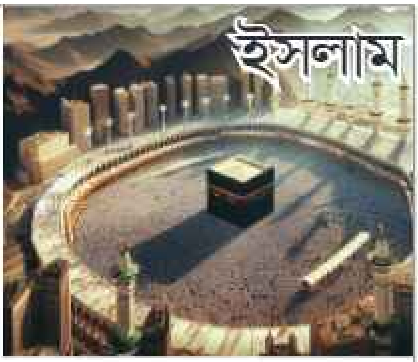

ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম
তাকে তুমি আঁকড়ে ধর

ঈ

দীর্ঘ-ঈ

ঈমান

ঈমান করো মজবুত
আখেরাতে হবে সুখ

উ

হ্রস্ব-উ

উট

উট হলো মরুর প্রাণী
সওয়ার হলো রাজা-রানি

ঊ

দীর্ঘ-ঊ

ঊষা

সকাল বেলা ঊষার আলো
পল্লি-প্রকৃতি দেখতে ভালো

জেনে রাখা ভালো

* স্বরবর্ণ মোট ১১টি।
* ওপরে যে দাগ বা রেখা থাকে তাকে মাত্রা বলে। যেমন- অ
* যেসব বর্ণের মাথায় পুরোপুরি রেখা থাকে সেগুলোকে পূর্ণমাত্রার বর্ণ বলে।
* যেসব বর্ণের ওপর অর্ধেক দাগ থাকে সেগুলোকে অর্ধমাত্রার বর্ণ বলে।
* যেসব বর্ণের ওপর কোনো দাগ থাকে না সেগুলোকে মাত্রাছাড়া বর্ণ বলে।

স্বরবর্ণ মোট ১১টি

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	
এ	ঐ	ও	ঔ

পূর্ণমাত্রার স্বরবর্ণ ৬টি

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ

মাত্রাছাড়া স্বরবর্ণ ৪টি

এ	ঐ	ও	ঔ

অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ ১টি

ঋ

ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ৩৯টি

ক
কুরআন

কুরআন পড় মুসলমান
কুরআন হলো ধর্মের প্রাণ

খ
খোদা

খোদার তরে শোকর করি
হালাল রুজি কামাই করি

গ
গালি

গালি দেওয়া হারাম কাজ
এতে হবে সর্বনাশ

ঘ
ঘোড়া

ঘোড়া হলো যুদ্ধযান
বিজয়ী হয় মুসলমান

ঙ
উঁয়ো

ব্যাঙ

আষাঢ় মাসে ব্যাঙের গান
সকল মানুষ শুনতে পান

চ
চলা

চলব মোরা নবির পথে
ঈমান দৃঢ় থাকবে তাতে

এক নজরে ব্যঞ্জনবর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	শ	ষ
স	হ	ড়	ঢ়	য়
ৎ	ং	ঃ	ঁ	

বর্ণের শব্দ

বই	ইট
আম	জন
ফল	দল
বল	দই
দল	নয়
ঘর	বর
বক	মই
পড়	চল
কর	উট
ভয়	এই
সব	পট
চল	হব
মন	দল
আজ	গণ
কল	দশ

বর্ণের শব্দ

কলস	মরণ
নয়ন	সরল
ভবন	ফসল
গরম	ঔষধ
সকল	আদব
তখন	সবল
বছর	যখন
কদম	খরচ
কলম	সময়
চলন	সবর
আদর	সফল
এখন	আপন

ু - উ - কার

উচ্চারণ

১। কু, খু, গু, ঘু, চু, ছু, জু, ঝু, টু, ঠু, ডু, ঢু, ণু, তু, থু, দু, ধু নু, পু, ফু, বু, ভু, মু, যু, রু, লু, শু, ষু, সু, হু, ড়ু, ঢ়ু, য়ু।

শব্দগঠন

২। দুধ, মধু, ঋতু, সুখ, খুকু, বাছুর, ঘুঘু, মুখ, শিশু, কুরআন, রুকু, অজু, হুকুম।

বাক্যগঠন

মধু আল্লাহর দান।
তিনি ঋতু বদলান।
খুকু ঘুম যায়। শিশু দুধ চায়।
কুরআন পড়ি জীবন গড়ি।
রুকু করো, হুকুম মানো।
অজু করো নামায পড়ো।
এক বাহু ধরো।

সুরা ইখলাস কাব্য

কাজী নজরুল ইসলাম

(শুরু করিলাম) ল'য়ে নাম আল্লার
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

বল, আল্লাহ এক! প্রভু ইচ্ছাময়,
নিষ্কাম নিরপেক্ষ, অন্য কেহ নয়।
করেন না কাহারেও তিনি যে জনন,
কাহারও ঔরস-জাত তিনি নন।
সমতুল তাঁর
নাই কেহ আর।

প্রভাতী

- কাজী নজরুল ইসলাম

ভোর হলো দোর খোলো
খুকুমণি ওঠ রে!
ঐ ডাকে যুঁই-শাখে
ফুল-খুকি ছোটরে!

খুলি হাল তুলি পাল
ঐ তরী চললো,
এইবার এইবার
খুকু চোখ খুললো।

দাওয়াত

তাই তাই তাই
মসজিদে যাই,
এসেছি দাওয়াত নিয়ে
দ্বীনের তরে ভাই।

নিয়ত

বলব মোরা সত্য কথা
সৎ পথে চলব সদা।
কইব না আর মিথ্যা কভু
দয়া কবুল করো প্রভু।

পণ

সত্য কথা বলব মোরা
সৎ পথে চলব,
মায়ের মতো ভালোবেসে
দেশটাকে গড়ব।

প্রার্থনা

সকালে উঠিয়া আমি
মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন
ভালো হয়ে চলি।

বাংলা সাত দিনের নাম

শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার
বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	

আরবি সাত দিনের নাম

ইয়াওমুস সাব্‌ত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ্ ছালাছা
ইয়াওমুল আরবাআ	ইয়াওমুল খামীস্	ইয়াওমুল জুম্‌আ	

বাংলা বারো মাসের নাম

বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ
ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ
পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র

আরবি বারো মাসের নাম

মুহার্‌রম	সফর	রবিউল আওয়াল	রবিউছ ছানী
জুমাদাল উলা	জুমাদাছ ছানী	রজব	শা'বান
রমাজান	শাওয়াল	যিল কা'দাহ	যিল হাজ্জাহ

ছয় ঋতুর নাম

গ্রীষ্ম	বর্ষা	শরৎ	হেমন্ত	শীত	বসন্ত

চার দিকের নাম

পূর্ব	পশ্চিম (কিবলা)	উত্তর	দক্ষিণ

“আমার আল্লাহ্ সবার বড়”

অনেক অনেক দিন আগের কথা। একজন নবি ছিলেন, নাম তার ইব্রাহীম (আঃ)। তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকতেন। তাই বাদশা নমরূদ তাকে অনেক কষ্ট দিত। কিন্তু আল্লাহ্ ছিলেন নবি ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে। অবশেষে নমরূদ নবি ইব্রাহীম (আঃ) কে আগুনে নিক্ষেপ করার আদেশ করল। খারাপ লোকেরা একত্রিত হলো। অনেক কাঠ জমা করল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকল। ফেরেশতারা নবি ইব্রাহীম (আঃ) কে সাহায্য করতে চাইলেন। নবি ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, আমার আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করবেন। অতঃপর লোকেরা নবি ইব্রাহীম (আঃ) কে আগুনে ফেলেই দিল। আগুন আল্লাহর হুকুমে ফুলের বাগান হয়ে গেল। নবি ইব্রাহীম (আঃ) ৪০ দিন আগুনে শান্তিতে কাটিয়ে দিলেন। ৪০দিন পরে তিনি আগুন থেকে বের হয়ে এলেন অথচ তার শরীরের একটি পশমও পুড়েনি।

শিক্ষা : যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন।